কথাচিত্র লিমিটেডের নিবেদন

পরিণাম

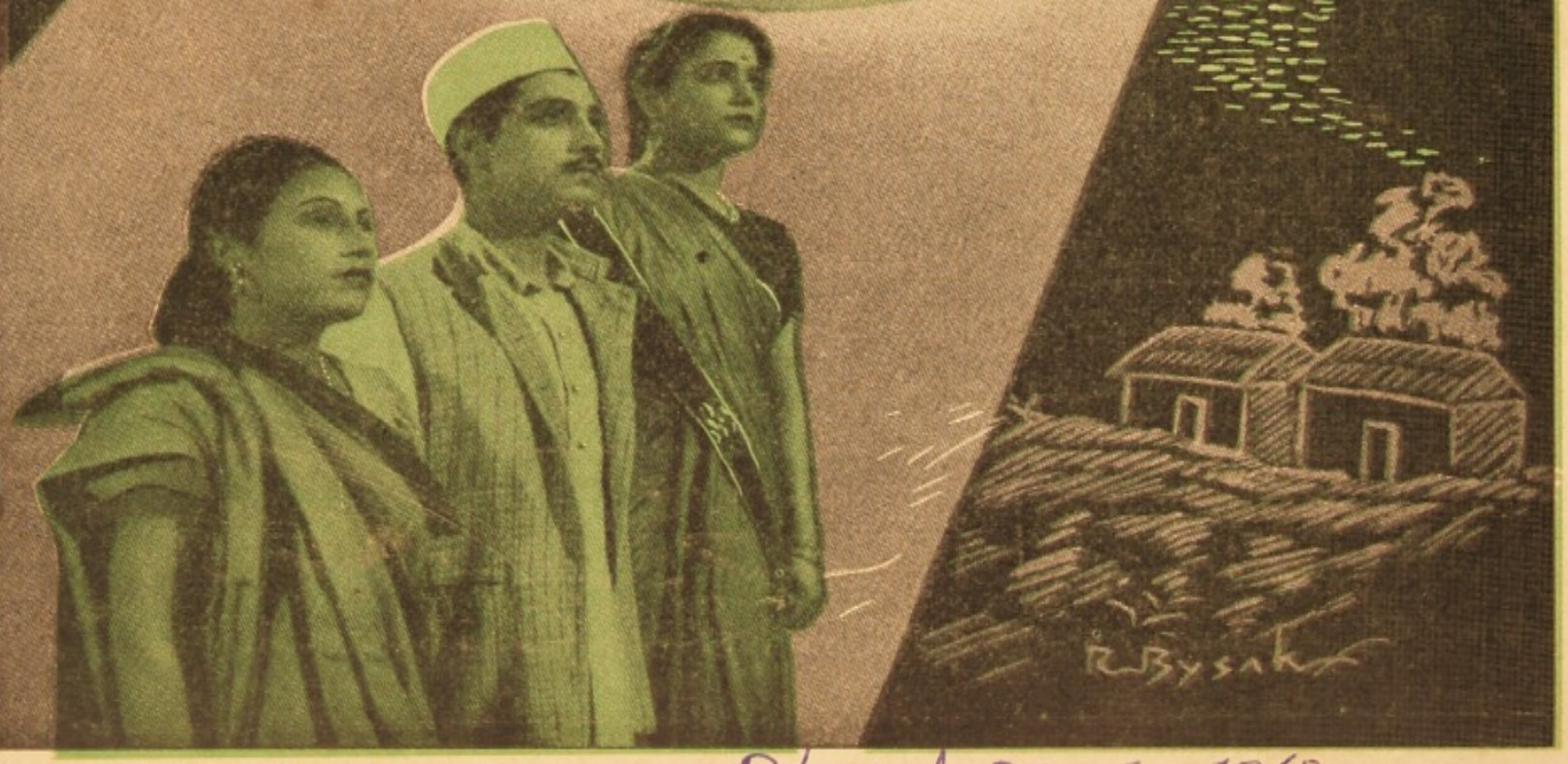

Released 20-6-1947

— কথাচিত্র লিমিটেডের নিবেদন —

পূর্বরাগ

প্রযোজনা	...	গোবিন্দভূষণ রায় অজিতকুমার চট্টোপাধ্যায়	গীতিকার	...	বিমল চন্দ্র ঘোষ গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
কাহিন	...	সুনীল মজুমদার বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়			সুখময় ভট্টাচার্য অমিয় বাগচী
সংলাপ	...	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	রূপসজ্জা	...	আমেদ আলী, সোমনাথ
সুরসৃষ্টি	...	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়			চক্রবর্ত্তী ও বিভূতি মুখোঃ
সঙ্গীতানুসরণ	...	ক্যালকাটা অর্কেষ্ট্রা	শিল্প নির্দেশ	...	ঈশ্বরপ্রসাদ
ব্যবস্থাপনা	...	জীবেন বসু ও গোরা গুপ্ত	স্থিরচিত্র	...	শিল্প মন্দির
চিত্রায়ণ	...	রামানন্দ সেনগুপ্ত			কৃষ্ণচন্দ্র পাইন
শব্দায়ণ	...	ভূপেন ঘোষ অমর হাজরা	সম্পাদনা	...	সুধীন্দ্র পাল
			পরিস্ফুটনা	...	পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা ... অর্দ্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়

সহকারীবৃন্দ

পরিচালনায় ... সুনীল মজুমদার, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সুরসৃষ্টিতে	...	দেবব্রত বিশ্বাস	ব্যবস্থাপনায়	...	মদন সেন
চিত্রায়নে	...	অসিত সেন, শিশির ভট্টাচার্য	সম্পাদনায়	...	বিশ্বনাথ নায়ক

শব্দায়নে ... সত্যেন চট্টোপাধ্যায়, হৃষিকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, বুলু লাডিয়া ও ইয়াসিন

পরিস্ফুটনায় ... প্রফুল্ল মুখোপাধ্যায়, অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন চট্টোপাধ্যায়

ধারা রক্ষা :—রবীন সরকার, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, উমেশ মল্লিক

রূপায়ণে :

কমল মিত্র, দীপক মুখোপাধ্যায়, বিপিন মুখোপাধ্যায়, জীবেন বসু, ইন্দু মুখোপাধ্যায়, মাষ্টার শম্ভু, নরেশ বসু (এন-টি), সমর মিত্র, অজিত চট্টোপাধ্যায়, জহর রায়, সন্তোষ সিংহ, বিজলী মুখোপাধ্যায়, আশু বসু, বটু গঙ্গোঃ, সহদেব গঙ্গোঃ, শিব ভট্টাঃ, ব্রজেন মজুমদার, পঞ্চানন চট্টোঃ, শরৎ বন্দ্যোঃ, বনানী চৌধুরী, প্রমীলা ত্রিবেদী, সুপ্রভা মুখোঃ, শকুন্তলা রায়, রাজলক্ষ্মী, আহুতি মুখোঃ, অনীতা রায়, রেখা চট্টোপাধ্যায়, আশা, গিরিবালা, শেফালী ও রেণু

সৌজন্য স্বীকার :—রেডিও টকী কর্পোরেশন, নান এণ্ড কোং, তিমির মিত্র

শ্রীভারতলক্ষ্মী ষ্টুডিওতে আর-সি-এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত

পরিবেশক :

প্রাইমা ফিল্মস্ (১৯৩৮) লিঃ

রূপবাণী বিল্ডিংস : ৭৬।৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কাহিনী

বাঘের বাচ্চা বাঘই হয়, জমিদার সোমনাথ মুখুয্যের ছেলে ইন্দ্রনাথের রক্তে রক্তেও যে আভিজাত্যের বীজ, তাতে আর আশ্চর্য্য হবার কী আছে !

কিন্তু ইস্কুল-মাষ্টার যতীশ্বর চাটুয্যে অন্য ধাতের মানুষ। তাঁর ইস্কুলে যারা ছাত্র, তাদের মধ্যে কোনো জাতিভেদ নাই। সবাই বিদ্যার্থী, সবাই এক জাতের। যতীশ্বর বললেন, যাও ইন্দ্র, বেঞ্চে গিয়ে বোসো।

তীব্র দীপ্ত গলায় দশ বছরের ছেলে জবাব দিলে, না, ছোটজাতের ছেলের সঙ্গে এক বেঞ্চে আমি বসব না।

যতীশ্বর বোঝাতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু ইন্দ্র বুঝল না—দাঁড়িয়ে রইল বিদ্রোহী ঘোড়ার মতো ঘাড় বাঁকিয়ে। অবশেষে ধৈর্যচ্যুতি হল যতীশ্বরের। কথায় যে বুঝল না, হাতে বোঝাতে হবে তাকে।

অন্তঃপুর থেকে ছুটে এলেন যতীশ্বরের পত্নী অপর্ণা।—সস্নেহে ইন্দ্রকে আড়াল করে তিনি নিয়ে এলেন নিজের কাছে—।

মাতৃহারা ইন্দ্র সেদিন মা পেলো অপর্ণার মধ্যে, খেলার সাথী পেলো যতীশ্বরের শিশুকন্যা বাণীর ভেতরে। অপর্ণা আর বাণীর সাহচর্যে ইন্দ্রের জীবনে প্রথম অঙ্কুরিত হল মনুষ্যত্বের মহীরুহ, তার ভাবী চরিত্র-গঠনের সংকেত।

সেই সময় একদিন কাবাটি খেলতে গিয়ে গাঁয়ের মোড়ল ভট্‌চাযের গুণ্ডা ভাইপো ভ্যাব্‌লা ইট মেরে ইন্দ্রের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল। আহত অসুস্থ শিশুর শয্যাপার্শ্বে স্নেহ-করুণ চোখ মেলে অতন্দ্র রাত্রি জেগে সেবা করেছিলেন অপর্ণা, ইন্দ্রকে বলেছিলেন, ওরা বিনা দোষে তোমায় মেরেছে বাবা, কিন্তু খেলায় তুমি জিতেছ ! জীবনের সব খেলাতে যেন এমনি করে জিততে পারো।

ভালো করে লেখাপড়া শেখাবার জন্যে এরপর জমিদার সোমনাথ মুখুয্যে

ইন্দ্রকে নিয়ে এলেন কলকাতায়, তাঁর বন্ধু অ্যাটর্ণি রমাপতি চাটুয্যের বাড়ীতে। সেখানে রমাপতির স্ত্রী রমা তাকে মায়ের স্নেহ দিয়েই মানুষ করতে লাগলেন, তাঁদের মেয়ে মিলি হল ইন্দ্রের খেলার সাথী।

কাহিনীর যবনিকা উঠলো আবার বারো বছর পরে! বালক ইন্দ্র আর বালিকা মিলি আজকে পূর্ণ যুবক-যুবতী। এম-এ পরীক্ষায় প্রথম হয়ে ইন্দ্র আজ উজ্জ্বল করেছে সোমনাথের মুখ।

রমা আর মিলিকে সঙ্গে করে ইন্দ্র বেড়াতে এল দেশে, নিজেদের বাড়ীতে।

রমার নারী-সুলভ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এটা এড়ায়নি যে পূর্বরাগের প্রথম অরুণ-স্পর্শ লেগেছে মিলি আর ইন্দ্রের হৃদয়ে। বুদ্ধিমতী রমা প্রস্তাব করলেন সোমনাথের কাছে, এদের দুটি হাত এক করে দেওয়া হোক। আনন্দে-আবেগে কথা কইতে পারলেন না সোমনাথ। মিলি আর ইন্দ্র? তাদের মনের দ্বারে এসে করাঘাত করলে প্রথম বসন্তের বিহ্বল দক্ষিণা-বাতাস।

কিন্তু জীবনের গতি সরল রেখায় নয়। সহজে যা হতে পারত, তা হলো না। এল দ্বন্দ্ব।

সেই যতীশ্বর মাষ্টার। বিদ্যা এবং আদর্শের অহমিকায় তিনি কখনো কারো কাছে মাথা নত করেননি—জমিদারের কাছেও না। গাঁয়ের ঈর্ষা-কাতর সমাজ-পতিরা এ সহ্য করতে পারল না। বিশেষ করে এদের নেতা ভট্চায যখন নিজের মূর্খ ভাইপো ভ্যাবলার সঙ্গে বাণীর বিয়ের প্রস্তাব করে যতীশ্বরের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়, সেই থেকে সে বিষাক্ত সাপের মতো সুযোগ খুঁজছিল যতীশ্বরকে ছোবল মারবার। সোমনাথের কাছে এতদিন নানা কান-ভাঙানি দিয়েও সুবিধে করতে পারেনি, এবারে তার দিন এল।

ঘটনাচক্রে ইন্দ্রের সঙ্গে বাণীর দেখা হল—দেখা হল বারো বছর পরে। আর ইন্দ্রের নতুন করে মনে পড়ল ছেলেবেলার কথা, অপর্ণার কথা, মাষ্টার মশাইয়ের কথা। মনে পড়ল, প্রথম ছাত্রজীবনের সেই নির্মম সত্যদীক্ষা আর নির্মল স্নেহের স্পর্শমণিই তো আজ তাকে সোনা করে দিয়েছে।

অপর্ণা বেঁচে নেই, কিন্তু মাষ্টার মশাই আছেন—দারিদ্র্য আর রোগজীর্ণ, অক্ষম, অসহায়! কিন্তু তাঁর ভাঙা-ঘরেই ইন্দ্র যেন খুঁজে পেল সাধনার এক মহাতীর্থ—জ্ঞানতপস্বী আচার্যের তপোবন! আবেগোদ্বেল যতীশ্বর দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন ইন্দ্রকে, তাকে অনুপ্রাণিত করলেন তেমনি একটা গ্রাম গড়ে তুলতে: "যেখানে মানুষ মানুষকে ঘৃণা করে না, অত্যাচারের রাক্ষস এসে ফসল কেড়ে নিয়ে যায় না, সুস্থ সবল স্বাধীন মানুষ যেখানে মনের আনন্দে বাস করে—"

শ্রদ্ধায়, সম্ভ্রমে অভিভূত হয়ে পড়ল ইন্দ্র। আজ সে জানল তাঁর মাষ্টার মশায় কত বড় ত্যাগী, কত বড় মহাপ্রাণ, কত বড় পণ্ডিত!

প্রাণে নতুন সংকল্পের আলো জেলে ইন্দ্র ফিরে এল। তার জীবনের উদয় দিগন্তে আর একটি নতুন পূর্বরাগ! সে স্থির করলে এমন ভাবে মাষ্টার মশাইকে সে মরতে দেবে না; তাঁকে আবার বাঁচিয়ে তুলবে বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রের ভেতরে, গ্রহণ করবে বাণীর দায়িত্ব—

যেন এরই সুযোগ খুঁজছিল ভটচায্। এইবার যে পথ সে বেছে নিলে, তাতে সোমনাথের মনও কুটিল কালো হয়ে উঠল—যতীশ্বরের প্রতি অন্ধ ক্রোধে ভরে উঠল

তাঁর মন। গর্জন করে সোমনাথ বললেন, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মাষ্টার আর তার মেয়েকে আমার গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হবে !

তারপর ? তারপর এলো সংঘর্ষ। এলো ভুল বোঝার পালা। এলো বেদনার দুর্দিন।

জমিদারীর কারাগারের বাইরে ইন্দ্র পেলো মুক্তির উদার আস্বাদ। সোমনাথের আদেশ সে মানল না, মিলি তার প্রেমের মূল্য বুঝল না, তার মাষ্টার মশাই আর বাণী হারিয়ে গেল কলকাতার জনারণ্যে। সুরু হল ইন্দ্রের নিঃসঙ্গ, দুঃখ-অভিসার।

যারা ভুল বুঝেছিল তাদের ভুল কি কখনো ভাঙবে না নির্মম রূঢ় আঘাতে ? পূর্বরাগের রক্ত-আলোয় দিক-চক্রবালে হেসে উঠবে না নতুন প্রভাতের ইঙ্গিত ?

এর উত্তর আছে রূপালি ছায়ার বাণীকণ্ঠে।

সঙ্গীত

সুশীর গান— (১)

আজি মোর ফুলদল ফোটে নাই
যদিও পথিক আসিবে জানি
মিলনের শয্যায় নয়নের লজ্জা
নয়নে সে দেবে আনি।
একফালি বাঁকা চাঁদ আকাশে
যেন স্বপনের মায়া রঙে আঁকা সে
সুরভিত বনছায় মন যদি মন চায়
মোর সুরে সে যে দেবে বাণী।
বকুলের ডাল দোলে বাতাসে
পথে পথে ঝরাল গো পাতা সে
ফুলধনু হতে মোর ফুলতনু পানে ঐ
প্রণয়ের তীর হানি॥

—গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

ইন্দ্র ও মিলির গান— (২)

এই দখিন হাওয়ার পুলক লাগা
ফুল ফোটানোর পালা
মধুর গন্ধে ঢালা।
দিগন্ত ঐ সোনায় সোনায়
অনুরাগে হৃদয় রাঙায়
তুমি নাও গো ভরে পাখীর সুরে
তোমার গানের ডালা।
সেই গানের সুরে ফুলের ঘুম ভাঙাবো
পলাশের এই রক্তরাগে চরণ রাঙাবো,
মৌমাছিদের পাখায় লাগে দোল
কিংশুকেরা তাই তো উতরোল
পূর্বাচলে একখানি মেঘ ভাঙা
কৃষ্ণচূড়া হেথায় লাজে রাঙা
সেই বনের ছায়ে ফুল কুড়ায়ে
গাঁথবো বসে মালা।

—গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

মিলির গান— (৩)

আজি হিয়া মোর চঞ্চল, অনুরাগে চঞ্চল
সলাজ নয়ন হোল টলমল টলমল।
তাই মম মনে মনে লাগে দোলা
অকারণে লাগে দোলা,
বনানীর মৃগ সম কাঁপে, কাঁপে মম হিয়াতল।
একি আকুলতা মনে মম
ফাল্গুন এলো সে কি
মোর কুঞ্জের ফুলবনে
প্রথম প্রণয় একি মোরে সরমে রাঙালো দেখি
পুলকে আঁখির পাতে সুখের নয়ন জল।

—সুখময় ভট্টাচার্য

মিলির গান— (৪)

তোমার সুরের কাঙাল আমি,
দাও মোরে দাও দাও।
নীরব বীণার পরশখানি ছুঁইয়ে ক্ষণেক যাও।
যুগে যুগে তারি লাগি
চিত্ত আমার হয় বিবাগী
মোর উদাস প্রাণে তোমার গানে
ভাসাও গানের নাও।
তোমার আছে অনেক রতন
একটি কণা চায় যে আমার মন
ঠাঁই দিও মোর সবার নীচে
তোমার সভায় সবার পিছে।
সেথায় আমি দিবস যামি শুনবো, শুনবো কি বাজাও॥

—অমিয় বাগচী

রেডিওর গান— (৫)

এই আঁধারে নাই পথ নাই
আঁখির যমুনা কূলে ওঠে পড়ে ঢেউ যেন তাই।
ধ্যান-ভোলা প্রদীপের ব্যথা লয়ে
বেলা যায় বয়ে—
স্মৃতির সুরভি কেন কাঁদে ঐ শুকানো মালায়।
ধূপ সে তো চিরদিন নিজেরে জ্বালায়।
হায়, হায়, হায়!
সুরহারা ফাল্গুনের শোকে ঐ
চৈত্রের পল্লব ঝরে
পিয়াসী হৃদয় কার চরণ-চিহ্ন খোঁজে
ব্যথা বালুচরে।
তারই স্মৃতি লয়ে আজ আমি কবি
হেথা গান গাই॥

—গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

কোরাস— (৬)

জেগেছে এবার জেগেছে
অযুত প্রাণের সুপ্তি ভাঙানো
ছন্দের দোলা লেগেছে।
বেজেছে অভয় শঙ্খ
অযুত প্রাণ নিঃশঙ্ক
মিলন মন্ত্রে সর্বহারার বঞ্চিত হিয়া জেগেছে।
জেগেছে শাসিত
জেগেছে শোষিত
বিজয়ী প্রাণের ছন্দে
দুঃখ তিমির রাত্রি পোহাল দীপ্ত পরমানন্দে।
এসেছে নতুন দিন
জেগেছে চির নবীন
পূর্বরাগের রক্ত আলোয় দুঃখ ভাবনাহীন।
রঙের পরশ লেগেছে
উদয়তীর্থে চির মানুষের মুক্ত জীবন জেগেছে॥

—বিমলচন্দ্র ঘোষ

প্রাইমা ফিল্মস (১৯৩৮) লিঃ-এর পক্ষ হইতে শ্রীফণীন্দ্র পাল কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং ১৮, বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীটস্থ ইষ্টার্ণ টাইপ ফাউণ্ডারী এণ্ড ওরিয়েণ্টাল প্রিণ্টিং ওয়ার্কস লিমিটেড হইতে শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দে বি-এস-সি কর্তৃক মুদ্রিত।

বাসন্তিকা লিমিটেডের

অভিযাত্রী

কাহিনী - প্রেমেন্দ্র মিত্র
পরিচালক সুশীল মজুমদার
চলচ্চিত্রশিল্পী - শৈলেশ দত্তগুপ্ত

ভূমিকায় - সুমিত্রা · বনানী · দেবী
অহীন্দ্র · ছবি · রবি · মনোরঞ্জন
কানু · বেচু · বিপিন · কেষ্টধন প্রভৃতি

প্রেমেন্দ্র মিত্র
রচিত ও পরিচালিত

নতুন খবর

আওয়ার ফিল্মসের ছবি

ভূমিকায়
শ্রীমতী ভারতী
অমর মল্লিক
পরেশ বন্দ্যো

চলচ্চিত্রশিল্পী
কালী সরকার

শরৎ চন্দ্রের
আলো-ছায়া অবলম্বনে

শেষ-নিবেদন

ডি. জি. পিকচার্সের ছবি
পরিচালনা
ধীরেন গাঙ্গুলী

ভূমিকায়
মলিনা · সরযূ
ছবি বিশ্বাস
নবদ্বীপ প্রভৃতি

চলচ্চিত্রশিল্পী
বিনোদ গাঙ্গুলী

শৈলজানন্দ
রচিত ও পরিচালিত

এই দেশেরই মেয়ে

আওয়ার ফিল্মসের ছবি

ভূমিকায়
কমল · অহীন্দ্র
প্রভৃতি

একমাত্র পরিবেশক ঃ প্রাইমা ফিল্মস (১৯৩৮) লিঃ। [মূল্য দুই আনা